যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2013
পৃষ্ঠা 17 কলাম 2

রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়

রেজাবুর রহমান, টাঙ্গাইল থেকে

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তিত প্রয়োগ ও প্রসার সর্বস্তরে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নামে জননেতার স্মৃতিময় সন্তোষের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এক এক করে তেরটি বছর অতিক্রম করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। সবুজ, শ্যামল ও প্রাচীন পরিবেশে প্রায় ৫৬ একর জায়গা জুড়ে নান্দনিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নজর কাড়তে বাধ্য করবে সবাইকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় কারণে কোন বিভাগের কোন শিক্ষাবর্ষে সেশনজটের স্পর্শ পায়নি শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে রাজনীতিচর্চা আর ধূমপান নিষিদ্ধ থাকায় কোনরূপ রাজনৈতিক অস্থিরতা আর সমাজের অবক্ষয় ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করতে পারেনি।

> রাজনৈতিক অস্থিরতা আর সমাজের অবক্ষয় ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করতে পারেনি

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু ১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য পাঁচ মাস দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাস হয়। দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ২০০২ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এখানে ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতে ক্লাস নেয়া হয় এবং শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও ল্যাব ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ৪টি অনুষদের অধীন ১৩টি বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। বিভাগগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের আওতায় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই), ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (টিই), লাইফ সায়েন্স (এলএস) অনুষদের আওতায় এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (ইএসআরএম), ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স (সিপিএস), বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (বিজিই) ও ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্স (এফটিএনএস), বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যান এবং বিবিএ অনুষদের আওতায় ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও অর্থনীতি বিভাগ। ২০০৩ সালের ৮ আগস্ট ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে সিএসই ও আইসিটি বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় (৭৫ জন) এবং ২০০৩ সালের ২৫ অক্টোবর হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ৫৪৮ জন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৪ জন শিক্ষক, ১৪৫ জন কর্মকর্তা ও ২১০ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এ বছরও তেরটি বিভাগে মোট ৬৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। প্রতি বিভাগে মেধাক্রমানুসারে ৫০ জন শিক্ষার্থী প্রতি বছর ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর [illegible] বলেন, বাংলাদেশের ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজটমুক্ত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট রয়েছে। তিনি আরও বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম নষ্ট আর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই মহলের সব প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়মনীতি মেনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।